সবথেকে করুণাময়, সবথেকে দয়ালু, আল্লাহের

নামে

সেই তিনি, যিনি শ্রেষ্ঠ আচরণের জন্য তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগীতায় উৎসাহ দিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত তৈরী করেছেন

হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া[টিএম]

(জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া'র একটি ইউনিট – নথিভুক্ত ট্রাস্ট)

কোন সময়েই বিশ্বের *সকল* মুসলমান একসাথে হাজি হয় না। সর্ব্বদাই নির্ব্বাচিত কিছু মুসলমান হজ করেন। যা আল্লাহর আইন অনুসারে হয়। আপনিও গঠনমূলকভাবে সেই 'নির্ব্বাচিত কিছু' মধ্যে হওয়ার অভিলাষী হতে পারেন।

HFI আপনার মৌলিক ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাতে হজের জন্য সঞ্চয় করাতে এবং সেই সঞ্চয়টি ধর্মীয় কাজের জন্য রিবা-ফ্রী সুরক্ষিত রাখতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রতি বছর হজের খরচ বেড়েই চলেছে। একজন মুসলমানের গড়ে হজের জন্য সঞ্চয় করতে সাত থেকে আট বছর সময় লাগে। এই সময়কালে, আমরা ভারতীয় মুসলমানরা প্রায়ই টাকা অগোছাল এবং গতানুগতিকভাবে সঞ্চয় করে থাকি। আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে বিছানা, বালিশের তলায়, পাত্রের মধ্যে অথবা এমনকি ব্যাঙ্ক লকারের মধ্যে রাখা শুধুমাত্র সুরক্ষিতই নয়, এই সঞ্চয়ের পদ্ধতিগুলি রাইবা মুক্তও বটে।

আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই আমাদের ধর্মীয় সঞ্চয় সুদ ভিত্তিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত না হওয়া নিশ্চিত করতে ব্যাঙ্কিং এর ন্যায় গতানুগতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সঞ্চয়ের পক্ষপাতি নন যা শরিয়তের পরিপন্থী। তবুও, আধুনিক সময়ে, ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন জায়গায় সঞ্চয়ের নিরাপত্তার পুরো গ্যারান্টি নেই। এটি একটি আকাশ-কুসুম ভাবনা।

হজ সঞ্চয় সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য উৎসর্গীকৃত

যদি আমরা নিজেরা হজের জন্য সঞ্চয় করতে আরাম্ভ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এক বিরাট অঙ্কের টাকা অচল অবস্থায় পড়ে থাকবে, কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তৈরী করবে না। এটা ইসলামীয় ভাবধারার পরিপন্থী। এছাড়াও, এখানে হজের জন্য তহবিল তৈরী করতে বাড়ী সম্পত্তির বিক্রয় করার একটা চল রয়েছে। এটাও আবার যেমন কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতি করে না তেমন করে না মিলাতের।

হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এই সমস্যার জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান যা আপনার হজ যাত্রার জন্য আপনার *সাওয়াব*–কে বাড়িয়ে তুলবে। এটি আপনার ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য সঞ্চয়কে সুরক্ষিত রাখার সুবিধা প্রদান করতে একটি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা রূপে কাজ করে। এই পরিষেবাটি আইনী সিদ্ধ।

HFI তে যে কোন ভারতীয় মুসলমান তার হজ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এই হজ অ্যাকাউন্টে যে কোন সময় এক হাজারের গুণিতকে অর্থরাশি জমা করা যেতে পারে। যেমন, ১,০০০, ২,০০০, ৩,০০০, ৪,০০০, ৫০০০ টা. ইত্যাদি। আপনি যত খুশি এবং যতবার পারেন আপনার সুবিধামত কিস্তি জমা করতে পারেন।

হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া'র সাথে জমা করুন

“হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া’র ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাকাউন্ট নং. ৬০৩০২০১১০০০০২৩৯” –তে আপনার টাকা আপনাকে হয় ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ অথবা “A/C Payee” লেখা চেক, দেশের যে কোন জায়গার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোন শাখায় জমা করতে হবে।

আপনাকে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর, যদি থেকে থাকে তা ড্রাফট্/চেকের পিছনে লিখতে হবে। অনুগ্রহ করে দু’কপি ড্রাফট্/চেক তৈরী করুন। এটা করার পর, অনুগ্রহ করে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম (HFI-A) পূরণ করুন এবং স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন: **CEO, Haj Fund of India, CISRS House, 14 Jangpura B, Mathura Road, New Delhi 110014.**

উইথড্রল ফর্ম হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া:

আপনার হজে যাবার সময়, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা খুবই সহজ।

আপনাকে পোস্টের মাধ্যমে বা হাতে-হাতে ফর্ম HFI-B –তে আবেদন পাঠাতে হবে। আমরা আপনার নামে বা হজ কমিটির নামে অথবা আপনার ট্রাভেল এজেন্টের নামে একটি চেক বা পে-অর্ডার ইস্যু করব। যা একান্তই আপনার পছন্দ। এটি আপনাকে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে অথবা আপনি ব্যক্তিগতভাবে হাতে-হাতেও সংগ্রহ করতে পারেন।

সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার ব্যবহার:

HFI এর একটি শরিয়া’হ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল রয়েছে (সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন) যারা আর্থিক বিষয়গুলি দেখাশুনা করে এবং শরিয়া’হ –র নির্দেশিকা মেনে বহুমূখী বিনিয়োগ প্রজেক্টে লগ্নি করতে পরামর্শ দেয়।

হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার কিছুটা অংশ দরিদ্র মুসলমানদের স্বল্প মেয়াদী মাইক্রোফিনান্স লোন দেওয়া হয়। যেমন, একজন রিক্সাচালক একটা রিক্সা কেনার জন্য (রিক্সার মালিককে রিক্সার জন্য দৈনিক ভাড়া মেটানোর পরিবর্তে)। সে সঞ্চয় করে সেই লোনটি (সুদ ছাড়া) ছয় মাসের মধ্যে হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়াকে পরিশোধ করে দেয়।

তাই, একজন রিক্সাচালককে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে ছয় মাসের মধ্যে লোনের টাকা ফিরে আসে।

এছাড়াও, HFI জমার উপরে, জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া নামে এর প্রধান সংস্থাকে জমাকারীর হয়ে জাকাত অর্থ মেটায়।

অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা সন্তুষ্টি পায় যে জমাকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে জাকাত সংগ্রহের মাধ্যমে HFI সমাজ কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অর্থরাশি জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া’র মাধ্যমে কোরান শ্রেণী অনুসারে নির্দিষ্ট অসহায়দের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

এই ভাবে, আপনার হজ সঞ্চয় বেড়ে ওঠে এবং আপনি ইনসাল্লাহ হয়ে উঠবেন হজ যাত্রার জন্য আরও বড় *সাওয়াব।* যে কোন দিক থেকেই হজ যাত্রার আরও বেশী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে – “ব্যক্তির থেকে সম্প্রদায় হল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ” – পরবর্তী জীবনে আপনার জন্য একটি উচ্চতর স্থান তৈরী করে দেয়।

HFI ভারতীয় মুসলিমদের একদম তরুণ বয়স থেকে সঞ্চয় শুরু করার জন্যেও উৎসাহিত করে, যাতে তারা প্রাপ্ত বয়সে তীর্থযাত্রা করতে পারে। সকল স্তরের ভারতীয় মুসলিম সমাজ তীর্থযাত্রার (আজম্-ই-হজ) উদ্দেশ্যে HFI –তে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে গর্বিত বোধ করে।

পুরো ইতিহাস জুড়ে, ‘হজ অর্থনীতি’ সমৃদ্ধির একটি উৎস। আজকের বিশ্ব অর্থনীতিতে, হজের সাথে জুড়ে থাকা প্রকৌশলগুলি – যদি তা কৌশলগতভাবে জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে – তবে তা সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানেরও উৎস বটে।

আজকের আধুনিক বিশ্বে কেমন করে ইসলামের শিক্ষা প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং একবার তার প্রয়োগ হলে, সেটা উম্মাহের পাশাপাশি ব্যক্তিবর্গের জন্য কতটা উপযোগী এবং লাভদায়ক হতে পারে তার অন্যতম উদাহরণ হল HFI।

হজ ফান্ডের বিবরণ:

উর্দু: হজ ফান্ডের নীতি জানতে এখানে ক্লিক করুন >

ইংরাজী: হজ ফান্ডের নীতি জানতে এখানে ক্লিক করুন >

কেমন করে একটি হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরী করবেন:

অনুগ্রহ করে আমাদের ‘অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম’ ডাউনলোড করুন, এখানে > উপলব্ধ। ফর্মটি পূরণ করুন এবং স্পিডপোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোন শাখায় জমা করতে হবে। এখানে ক্লিক > করে সকল শাখার তালিকা দেখা যেতে পারে।

*ভারতীয় ট্রেড মার্ক আইন অনুসারে ‘হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া’ **ট্রেডমার্কড**

কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে, অনুগ্রহ করে ইমেল করুন hajfundofindia@zakatindia.org

(৪/১০ সংশোধিত)

“সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে এবং ধর্মীয় রাইবা-ফ্রী তীর্থ যাত্রার জন্য সঞ্চয়কে সুরক্ষিত করতে **হজ ফান্ড অফ ইন্ডিয়া** নামে একটি পৃথক ইউনিট তৈরী করার ভাবনাকে **হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া** সাধুবাদ জানায়”

“এই যোজনাটি খবরের কাগজ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা বহুলভাবে প্রচারিত করা উচিৎ।”

হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া

(পত্র জেন/২০১০/১০৫৫, তারিখ ২২ এপ্রিল, ২০১০